যুগান্তর

২০/৩/২০০২

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হোক

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসী ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমরা যারা সাধারণ ছাত্র তারা এর নির্মম শিকার হচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও কোন না কোন দলের পক্ষে কাজ করেন। ফলে সেশনজটের গ্যাঁড়াকলে পড়ে যাচ্ছি দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তানেরা। দেশে বেসরকারি উদ্যোগে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। যাদের পিতা-মাতা আর্থিকভাবে সচ্ছল তারা তাদের সন্তানদের পড়াচ্ছেন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু আমরা যারা দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান তাদের একমাত্র ভরসা এই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি শিক্ষাঙ্গনে দেখা যায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে এ পথ বেছে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের আচরণও এক্ষেত্রে সন্দেহপূর্ণ ও পক্ষপাতমূলক। একজন ভিসি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক. কোন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা তার দায়িত্ব। রিগত পাঁচ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অটজন ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। আমরা চাই না আর কোন মায়ের বুক খালি হোক. বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজনে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে. বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির যে ধারা অব্যাহত আছে তাতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান আপনারা আমাদের আর আপনাদের গিনিপিগে পরিণত না করে রেহাই দিন।

আহমদ তামীম, সল্টগোলা. চট্টগ্রাম।